

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

১৮ জানুয়ারি ২০২৪খ্রি.

যানজট কমাতে প্রয়োজন পার্কিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন : মেয়র রেজাউল

যানজট কমাতে পর্যাপ্ত পার্কিংয়ের স্থান তৈরির পাশাপাশি পার্কিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

বৃহস্পতিবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে চসিক, সিএমপি এবং বিআরটিএ'র মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সভায় এ মন্তব্য করেন তিনি। সভায় বিদ্যুৎ সলিউশন চট্টগ্রামের আধুনিকায়নে পে-পার্কিং চালুর বিষয়ে পাইলট প্রকল্পের রূপরেখা তুলে ধরে।

সভায় মেয়র রেজাউল বলেন, চট্টগ্রামকে ঘিরে প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছু বড় প্রকল্প গ্রহণ করায় চট্টগ্রামে গাড়ির সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যতের চট্টগ্রামকে ট্রাফিক জ্যাম মুক্ত করতে হলে প্রযুক্তিভিত্তিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা চালু করতে হবে।

“নগরীতে পার্কিং এর পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় অনেকে যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং করায় পর্যাপ্ত রাস্তা থাকা সত্ত্বেও নগরীর কিছু পয়েন্টে যানজট তৈরি হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে আমি দীর্ঘদিন ধরে পে-পার্কিং চালুর পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করছি। সংশ্লিষ্ট সবগুলো প্রতিষ্ঠানের মতামতের ভিত্তিতে প্রযুক্তিভিত্তিক পে-পার্কিং চালু করা গেলে নগরীর যানজট অনেকটা কমে আসবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তার আলোকে আমরা স্মার্ট পে-পার্কিং সিস্টেম চালু করব।”

আত্মবাদ বাণিজ্যিক এলাকা এবং ওয়াসা মোড় থেকে ষোলশহর রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত ২৩ জানুয়ারি, (মঙ্গলবার) চসিক, সিএমপি এবং বিদ্যুৎ সলিউশন যৌথভাবে জরিপ চালিয়ে যে কোন একটি স্থানে প্রাথমিকভাবে পাইলট প্রকল্প চালুর প্রস্তাব উঠে আসে সভায়।

চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম বলেন, পে-পার্কিংকে জনপ্রিয় করতে প্রয়োজনে গণবিজ্ঞপ্তি ও মাইকিং করে জনগণকে সচেতন করব আমরা। তিনি নগরীকে হকারমুক্ত করতে 'নাইট মার্কেট' চালুর প্রস্তাব দেন।

চসিকের প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, পে-পার্কিং চালুর পাশাপাশি ব্যাটারি রিকশা নিয়ন্ত্রণ ও গণপরিবহন বিকেন্দ্রীকরণে সিএমপি এবং বিআরটিএ'র সহযোগিতা কামনা করেন।

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) আবদুল মান্নান মিয়া চসিকের পে-পার্কিং চালুর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, প্রকল্পের ক্ষেত্রে পার্কিং করা গাড়ির নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রকল্পের প্রয়োজনে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে লোকবল নিয়োগ করতে হবে।

বিআরটিএ'র পরিচালক শফিকুজ্জামান ভূঞা বলেন, নগরীতে পরিবহন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য রুট র্যাশনলাইজেশন করছে বিআরটিএ। একেক শ্রেণীর গাড়িকে একেকটি রুটের ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে নগরীতে জ্যাম হ্রাস পাবে।

মেয়রের একান্ত সচিব আবুল হাশেম বলেন, পে-পার্কিং চালু হলে সেটি হবে চট্টগ্রামের জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। যানজট নিরসনে বেদখল হওয়া ফুটপাথ উদ্ধারে সংশ্লিষ্ট সবগুলো প্রতিষ্ঠানকে সাথে নিয়ে অভিযান পরিচালনা করা হবে। সভায় চসিক, সিএমপি বিআরটিএ এবং বিদ্যুৎ সলিউশন'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চসিকের অভিযানে বন্ধ হল পাহাড় কেটে বাড়ি নির্মাণ কাজ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অভিযানে বন্ধ হল নগরীর আসকার দীঘির পাড়ে পাহাড় কেটে বাড়ি নির্মাণ কাজ। বৃহস্পতিবার চসিকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট চৈতি সর্ববিদ্যা এ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযান সম্পর্কে চসিকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট চৈতি সর্ববিদ্যা জানান, নগরীর আসকার দীঘির পাড় এলাকায় পাহাড় কেটে ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে জানতে পেরে সেখানে অভিযান পরিচালনা করে জানা যায়, ৯২ জন ব্যক্তি একজোট হয়ে স্থপীল ফ্যামিলি ওনার্স নামীয় একটি ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আসকারদীঘির পাড়ে পাহাড় কেটে ৩টি ভবন নির্মাণ করছিলেন। অভিযানের কথা জানতে পেরে প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা সাইট ইঞ্জিনিয়ার পালিয়ে যান। দায়িত্বশীল আর কাউকে ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি।

আমরা প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। ঘটনাস্থলে মালিকপক্ষের কাউকে না পাওয়ায় আমরা মামলা বা জরিমানা করতে পারিনি। তবে, আমরা পরিবেশ অধিদপ্তরকে জানাচ্ছি। এই পাহাড় কাটায় জড়িতদের বিরুদ্ধে পরিবেশ আইনে মামলা হবে।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)

জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮